পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা

মুহম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

"হে নবী! মু'মিন পুরুষগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছুই করে, আল্লাহ তা জানেন। (সূরা : নূর, আয়াত : ৩০)

পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা

মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার
এম. এম. বি, এ, (সম্মান) এম, এ
ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স,
হায়দরাবাদ, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।
মোবাইল ঃ ০১৫৫৬ ৩৩৬৭৩৮. ০১৭২৭ ৬৫০০০২

প্রকাশনায়

রিমঝিম প্রকাশনী

বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫ বাংলাবাজার, (তৃতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

কুষ্টিয়া ঃ
বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন,
বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।

মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩-৬২৩১৯৮

পরিবেশনায়

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৬৭৭৭৫৪

www.pathagar.com

পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা
মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

প্রকাশক :
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫, বাংলাবাজার (৩য় তলা)
ঢাকা- ১১০০।

গ্রন্থস্বত্ব :
কপিরাইট লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ ঃ রমজান ২০১১ইং

কম্পোজ :
আবরার কম্পিউটার,
১৩, বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে :
মশিউর রহমান

মুদ্রণে :
আল ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীসদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Published By : Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, 45, Banglabazar, Dhaka 1100.

Price : 25 .00 Only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা — ৫
পর্দার হুকুম — ৭
পর্দা ফরজ হওয়ার প্রমাণাদি — ৯
পর্দার গুরুত্ব — ১০
পর্দার উদ্দেশ্য — ১১
পর্দার প্রয়োজনীয়তা — ১৩
পর্দাহীনতার ক্ষতি — ১৫
নারীত্ব-পর্দা-প্রগতি — ১৬
কার কার সাথে দেখা দেওয়া জায়িয — ১৮
কার কার সাথে দেখা দেওয়া জায়িয নয় — ১৮
মাহরাম ও গাইরে মাহরামের মধ্যে পার্থক্য — ১৯
গাইরে মাহরামের প্রতি নজর পড়লে — ১৯
নির্জন স্থানে একজন নারী ও পুরুষের সাক্ষাত — ১৯
নারী-পুরুষ একে অন্যকে স্পর্শ করা — ২০
নারীরা সৌন্দর্য গোপন রাখবে — ২০
মহিলারা কখন বাইরে যেতে পারবে — ২০
দাইয়ূসের জন্য জান্নাত হারাম — ২০
চোখ, কান, জিহবা, হাত ও পায়ের জ্বিনা — ২০
দৃষ্টির অনিষ্ট — ২১
সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রবণতা — ২১
জিহ্বার অনিষ্ট — ২২
পর্দা মুক্তির পথ — ২২
নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্দা — ২৩
পর্দা বিধানের স্বরূপ — ২৪
নারীর ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছেদ — ২৭
নারীর সৃষ্টি রহস্য — ৩১
আয়াতে সালামের ফযীলত — ৩২

www.pathagar.com

নবীজী (সা) বলেছে, "দাইয়ূস বেহেশ্তে যাবে না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন–দাইয়ূস কে? নবীজী (সা) বললেন : দাইয়ুস সেই ব্যক্তি, যে লক্ষ্য রাখে না যে, তার বাড়ীতে কে আসলো, আর কে গেলো। অন্য এক হাদীসে আছে– "সে ব্যক্তি দায়ূস, যে তার স্ত্রীকে বেপর্দাভাবে বেরুতে দেয়।"

(আল হাদীস)

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা

পর্দার কাকে বলে ঃ 'পর্দা' শব্দটি আরবী "হিজাব" শব্দের বাংলা ও উর্দু তরজমা। যার অর্থ : আবরণ, অর্থাৎ যা দিয়ে কোন কিছু ঢেকে রাখা যায় কিংবা যার সাহায্যে কোন কিছুকে দৃষ্টির আড়াল করা হয়। যেমন : দরজা-জানালার পর্দা, সভা মঞ্চের পর্দা। ইসলামী শরীয়তে পর্দার অর্থ হলো : 'সতর', অর্থাৎ নারী-পুরুষের দেহের যে অংশটুকু লজ্জাস্থান, তাকে ঢেকে রাখার নাম পর্দা করা। এই অর্থে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্া করা প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নর-নারীর উপর ফরজ।

পর্দা আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশ। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা করা ফরজ। এর সুফল ইহকাল ও পরকালে পাওয়া যাবে। পর্দার কারণে ইহকালে হিফাজত ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ হবে। আর পরকালে এর প্রতিদানে মহান আল্লাহর নিয়ামত ও জান্নাত পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে বে-পর্দার জন্য ইহকালেও বে-ইজ্জতীর কুফল এবং পরকালেও জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে। কাজেই দুনিয়াতে কষ্ট করে হলেও পর্দা করাতেই মঙ্গল। আল্লাহ্ পাক বলেন: "মহিলারা যেন বড় চাদরের ঘোমটা দ্বারা তাদের চেহারা আবৃত করে রাখে।"

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "মহিলারা যেন তাদের পায়জামা পায়ের গোছা হতে এক বিঘত পরিমাণ নীচে নামিয়ে দেয়।" একথা শুনে হযরত উম্মে সালমা (রা:) বলেন : এ অবস্থায় তো তাদের পায়ের টাখনু হতে নীচের অংশ খোলা থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (সা) তখন বললেন : তবে এক হাত নীচে নামিয়ে দিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

অনেকে বলে- "মনের পর্দা বড় পর্দা" বা "মনের পর্দাই আসল পর্দা' বাহ্যিক কেনা পর্দার প্রয়োজন নেই।" "মনের পর্দা বড় পর্দা", বা " মনের পর্দা আসল পর্দা বাহ্যিক কোন পর্দার প্রয়োজন নেই" এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস বিরোধী, কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী কথা। এমন কথা বললে বা বিশ্বাস করলে, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

কোন মহিলার জন্য অপর মহিলা বা পুরুষের সামনে তার কোন্ কোন্ অঙ্গ খোলা থাকা বা পুরুষের জন্য দেখা বা স্পর্শ করা জয়িয ? কোন পুরুষের জন্য অন্য পুরুষ বা মহিলার সামনে কোন্ কোন্ অঙ্গ খোলা থাকা বা মহিলাদের জন্য দেখা কিংবা স্পর্শ করা জায়েয?

এক মহিলার জন্য অপর মহিলার সামনে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। এ টুকুর কোন অঙ্গ অপর মহিলার সামনে খোলা রাখা জায়েয নয়। এ

www.pathagar.com

ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ খোলা রাখা জায়েয আছে। তবে বুক প্রকাশ করা লজ্জাকর বিধায় তা কোন মহিলাও না খোলা উচিত।

কোন মহিলার জন্য তার মাহরাম পুরুষের সামনে সীনা থেকে হাঁটু পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখার ফরয। এর থেকে কোন অঙ্গই মাহরাম পুরুষের সমনে খোলা জায়েয নায়। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ যেমন-চেহারা, ঘাড়, মাথা, হাত, বাহু, পা, পায়ের গোছা প্রকৃতি অঙ্গ খোলা জায়েয আছে।

আর কোন মহিলার জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে তার সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয অর্থাৎ গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে কোন অঙ্গই খোলা রাখা জায়েয নয়। এমনকি কোন মহিলা তার মোলায়েম কণ্ঠ পর্যন্ত কোন গাইরে মাহরাম পুরুষকে শোনাতে পারবে না। শুধু জরুরী প্রয়োজনে রুক্ষ কণ্ঠে পর্দার আড়াল থেকে আবশ্যকীয় কথা বলতে পারবে। তাই বাড়ীতে তো বেগানার সামনেই যাবে না। আর বাইরে বেরুনোর জরুরী প্রয়োজন হলে, পরপুরুষ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য আবশ্যই বোরকা দ্বারা আপাদ-মস্তক ও হাত মোজা, পা মোজা দ্বারা হাত-পা ঢেকে রাখতে হবে।

কোন পুরুষের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের সামনে নাভীর থেকে হাঁটু পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয। এটুকুর কোন অঙ্গই অপর পুরুষ বা মহিলার সামনে খোলা রাখা জয়িয নয়। এছাড়া অন্যঅন্য অঙ্গ প্রয়োজনে খোলা রাখা জায়েয আছে।

উল্লেখিত বর্ণনায় একজনের জন্য পর জনের সামনে যে যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয বলা হয়েছে, অপরের জন্য সে অঙ্গ দেখা বা স্পর্শ করা নাজায়েয ও হারাম, আর যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয নয় বলা হয়েছে, সেসব অঙ্গ প্রয়োজনে দেখানো বা অপরের জন্য তা দেখা বা স্পর্শ করা জায়েয আছে।

তবে পুরুষের জন্য গাইরে মাহরাম মহিলার সামনে পেট, পিঠ, চেহারা, পা প্রভৃতি অঙ্গ খোলা রাখা এবং গাইরে মাহরাম মহিলার জন্য সে সকল অঙ্গ দেখা জায়েয হওয়ার শর্ত হল-মহিলা এ দর্শনে সম্পূর্ণ কামভা মুক্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে মহিলা যদি কামভাব নিয়ে পরপুরুষকে দেখে বা মহিলার ধারণা হয় যে, পুরুষকে দেখার দ্বারা তার মাঝে কামভাব সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে মহিলার জন্য পরপুরুষকে দেখা জায়েয হবে না। তাই মহিলাদের জন্য উত্তম হল -কামভাব না হলেও পুরুষদের দেখা থেকে সর্বদাই যথাসম্ভাব বিরত থাকা।

আর গাইরে মাহরাম পুরুষ ও মহিলার পরস্পর একে অপরের কোন অঙ্গ স্পর্শের ক্ষেত্রে মাস্আলা হল-কেউ কারো কোন অঙ্গই স্পশৃ করতে পারবে না। এমনকি কোন পুরুষ বা মহিলার অপর গাইরে মাহরাম পুরুষ বা মহিলার হাত বা পা- ও স্পর্শ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, বর্ণিত মাসআলায় যে সব অঙ্গ যাদের সামনে খোলা রাখা জায়েয বলা হয়েছে, তা তার নীতিগত হুকুম। সে সকল ক্ষেত্রেও পারতপক্ষে খোলার প্রয়োজন না হলে, তা ঢেকে ইসলামী পোষাকে আচ্ছাদিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

পর্দার হুকুম

কুরআন পাকের যে সকল আয়াতে পর্দার আদেশ করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ـ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ
نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلاَ
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ـ

"হে নবী! মু'মিন পুরুষগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছুই করে, আল্লাহ তা জানেন।

তেমনিভাবে মু'মিন নারীগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। তারা যেন স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত, যা সাধারণ: প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তারা যেন স্বীয় বুকের উপরে আবরণ বা চাদর টেনে দেয়। আর তারা যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (অন্য কারোও নিকটে) এই সকল লোক ব্যতীত, যথা : স্বামী, পিতা, শ্বশুর পুত্র, তৎপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় ক্রীতদাস, নারীর প্রতি স্পৃহাহীন এবং ঐ সকল বালক, যারা নরীর গোপনীয়

www.pathagar.com

বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় নি। (উপরন্তু তাদেরকে আদেশ করুন যে,) তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে, যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য পদধ্বনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।" (সূরা : নূর, আয়াত : ৩০-৩১)

২। "হে নবীর বিবিগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে বিনম্র সুরে কথা বলো না। কারণ, এর ফলে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে, তারা তোমাদের উপরে এক ধরণের আকাংখা পোষণ করে বসবে। সহজ-সরলভাবে কথা বলো। আপন ঘরে থেকে এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।"

(সূরা : আহ্যাব, আয়াত : ৫৯)

৩। "হে নবী! আপন বিবি, কন্যা এবং মু'মিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদে শরীর ও মুখমণ্ডল হিজাব দ্বারা আবৃত করে রাখে।"

এ সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন। পুরুষকে তো শুধু এতটুকু তাকীদ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদরে দৃষ্টি অবনমিত করে রাখে এবং যৌন অশ্লীলতা হতে আপন চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখে। আয়াতে পর্দার ব্যাপারে পুরুষকে আদেশ করা হয়েছে আগে, দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে নারীদের কথা। কিন্তু নারীদের প্রতি উপরোক্ত দু'টি অদেশ তো করা রয়েছেই, উপরন্তু সামাজিকতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ও অতিরিক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তাদের চরিত্র সংরক্ষণের জন্য শুধু দৃষ্টি সংযত করা এবং গুপ্তাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নয়; বরং আরও কতকগুলো রীতিনীতি পালন করা প্রয়োজন। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এই নির্দেশগুলোকে কিভাবে ইসলামী সমাজে রূপায়িত করেছিলেন। এই সকল নির্দেশের প্রকৃত মর্ম কি এবং কিভাবে এইগুলো কার্যকরী করা যায়।

অনেকে ধারণা করেন পর্দার বিধান শুধু মাত্র নারীর জন্য, এমন কি বাজারে প্রচলিত পর্দার বই পুস্তকেও দেখা যায় পর্দার ব্যারারে শুধু নারীদেরকেই বেশী চাপাচারি করা হচ্ছে। আসলে পর্দার বিধান কি পুরুষদের জন্যও জরুরী, নাকি শুধু মেয়েদের জন্য?

পর্দার বিধান মহিলাদের জন্য যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও ফরয, তদ্রুপ পুরুষদের জন্যও বেগানা মহিলা থেকে পর্দা রক্ষা করে চলা অত্যাবশ্যকীয় ও ফরয। কোন পুরুষের জন্যই বেগানা কোন যুবতী মেয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বা সামনাসামনি বাক্যালাপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। এ পর্দার হুকুম মুসলমান-অমুসলমান উভয় সূরতেই সমান। তাই মুসলমান ছেলে বা মেয়ের জন্য কোন অমুসলমান মেয়ে বা ছেলের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয হবে না,

www.pathagar.com

বরং হারাম হবে। পুরুষের জন্য মানুষের সামনে নাভী থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত সর্বদা ঢেকে রাখা ফরয। তবে নির্জনে যেখানে নাভী হতে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী বা ফরয নয়। তবে বিশেষ দরকার না হলে এ অবস্থায়ও হাটু না খোলাই উত্তম। ইচ্ছা পূর্বক এ ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আর কবীরা গোনাহ মাফ তওয়ার জন্য শর্ত হল হয়ে খালেছ দিলে তাওবাহ করতে হবে।

সেই সাথে উক্ত গোনাহ্ পরিহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে উক্ত গোনাহ পুরায় না করার ব্যবপারে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। কবীরা গোনাহ দীর্ঘ সময় করা আর অল্প সময় করা উভয় অবস্থায়ই কবীরা গোহর পরিমাণও বেশী হবে এবং শাস্তিও বেশী হবে। অনেক মা বোন আছেন নিজে পর্দা করেন, কিন্তু তার স্বামী বেপর্দাভাবে চলে, বেগানা মেয়েদের সাথে হাসি-তামাসা করে। বাধা দিলে বলে-'তোমার মন ছোট।' আসলে স্বামীর মনে আল্লাহর ভয জাগ্রত নেই। ইসলামী হুকুম মানার জন্য উৎসাহিত মন নেই।

পর্দা ফরজ হওয়ার প্রমাণাদি

পর্দার বিদান মানুষের মনগড়া কোন আইন কিংবা সামাজিক কোন প্রথা নয়। বরং মানবের জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইহলৌকিক-পারলৌকিক কল্যাণকর সুষম ও সুন্দর আইন : যা কুরআন, হাদীস, ইজ্‌মা ও ক্বিয়াসের অসংখ্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। যাকে অস্বীকার বা তাচ্ছিল্য করার পরিণাম : নিজেকে ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেন :

(ক) "হে নবী (সা::) ঈমানদার রমণীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিতে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তাছাড়া (বাহ্যিক-আত্মিক) সৌন্দর্যগুলো প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।

(সূরা : নূর, আয়াত : ৩১)

(খ) "তোমরা (নবী-পত্নী ও সাধারণ নারীগণ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। জাহেলী যুগের নারীদের অনুরূপ (বেপর্দাভাবে) নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" (সূরাহ আহ্যাব,আয়াত : ৩৩)

(গ) "তোমরা (মুমিনেরা) নবী-পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে, পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা (পর্দার বিদান) তোমাদের এবং তাঁদের অন্তরসমূহের জন্যে পবিত্র থাকার উত্তম উপায়।" (সূরা : আহ্যাব, আয়াত : ৫৩)

এ আয়াতে রাসূল (সা)-এর পুণ্যত্মা পত্নীগণকেও পর্দার বিদান দেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

এবং যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিদান দেয়া হয়েছে, তাঁদের অনেকের চরিত্র-মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে। বর্তমান যুগে এমন ব্যক্তি কেউ আছেন কি : যার মন সাহাবায়ে কিরাম ও পুণ্যাত্মা নবী পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্রতার দাবী করতে পারেন? তাহলে কিভাবে দাবী করতে পারেন যে, নারীদের সাথে পর্দাহীনভাবে মেলামেশায় কোন অনিষ্ট হবে না?

(ঘ) "হে নবী! আপনি আপনার পত্নী ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন (আপন দেহ আবৃত রাখতে) স্ব-স্ব চারদগুলোকে নিজেদের (মুখ মণ্ডলের) উপর (মাথা হতে) নিচ দিকে ঝুঁলিয়ে দেয়।"

(সূরা : আহ্যাব, আয়ত : ৫৯)

উল্লেখিত আয়াত সমূহে নারীকে পর্দার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনি ভাবে মহানবী (সা) অসংখ্য হাদীসের বর্ননা করেছেন :

(ক) বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূল (সা) বলেন : "মহিলাগণ তাঁদের (আপদমস্তক) ঢেকে রাখার বস্তু। যখনই তারা (পর্দাহীনভাবে) বাইরে আসে, শয়তান তাদের প্রতি উঁকি মারে।" (তিরমিজী শরীফ)

(খ) হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : "যাঁর (আল্লাহর) পবিত্র হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি তার গুপ্তাঙ্গের কোন অংশ (অবৈধভাবে) অপরকে প্রদর্শন করবে, সে অংশটুকু জাহান্নামের আগুনে প্রজ্বলিত না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(গ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইরশাদ : "সাবধান! কোন (পর) পুরুষ যেন কোন (পর) নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। কেননা, যখনই তারা (নিরিবিলিতে) একত্রি হয়, শয়তান তাদের তৃতীয় জন হয় এবং (উভয়ে) কুকর্মে লিপ্ত করানোর প্রচেষ্টায় সে তাদের পিছু লেগে যায়।"(তিরমিজী শরীফ)

(ঘ) কোন (পর) পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে। তবে মাহ্রাম ব্যক্তির (ব্যাপারটি) স্বতন্ত্র। আর কোন মহিলা যেন মাহ্রাম ব্যতীত একাকী তিন দিনের পথ (৪৮ মাইল) ভ্রমণ না করে।"

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

পর্দার গুরুত্ব

হযরত আয়িশা (রা:) বলেন, একজন মহিলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে চিঠি দেয়ার জন্য পর্দার আড়াল হতে হাত বাড়িয়েছিলেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী) এ হাদীসে মহলিাদেরকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হতেও পর্দার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে, সদ্য বিবাহ করা একজন

www.pathagar.com

সাহাবী নবী করীমের (সা) নিকট হতে বাড়ী ফিরে লক্ষ্য করলেন যে, তার স্ত্রী ঘরের দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রীর এরূপ পর্দাহীনতা দেখে সাহাবী অস্থির হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রীকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন।

(মুসলিম শরীফ)

অনেক মেয়েদেরে দেখা যায় বিবাহের আগে যদিও তারা সেলোয়ার কামিছ পরে শরীর ঢেকে রাখে, পর্দার চেষ্টা করে কিন্তু বিবাহের পর পূর্বের ন্যায় ততটুকু আর সতর্ক থাকেনা। পরিবারের লোকদের সামনে পেট-পিট বের করে চলাফেরা করে। সন্তান হলে তো কথাই নেই, সবার সামনেই বুক বের করে শিশুকে দুধ পান করানো শুরু করে দেয়।

বিবাহের পূর্বে বা পরে উভয় অবস্থায়ই মেয়েদের ব্যাপারে পর্দার হুকুম সমান। বিবাহের পূর্বে মাহরামদের সামনে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করা হারাম, বিবাহের পরও সে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের সামনে প্রকাশ করা হারাম।

তাই মেয়েদের জন্য বিবাহের পর একমাত্র স্বামী ছাড়া পরিবারের মাহরাম বা গাইরে মাহরাম কারো সামনে পেট-পিঠ বের করে চলাফেরা করা বা তাদের সামনে ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায় এমন পাতলা বা টাইট ফিট কাপড় পরা কিছুতেই জায়েয হবে না।

তেমনিভাবে স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে বুক বের করে শিশুকে দুধপান করানো জায়েয হবে না, বরং হারাম হবে।

পর্দার উদ্দেশ্য

মানুষ বাইরের কোন ময়লা-আবর্জনা থেকে রক্ষার জন্য পর্দা করে, যেমন : খাদ্য-দ্রব্যকে ঢেকে রাখা হয়, টেবিল-চেয়ার ও সরঞ্জামাদিতে কভার দেয়া হয়, যেন বাইরের ময়লা তাতে ঢুকতে না পারে। অনুরূপভাবে ভিতরের সৌন্দর্যগুলো বাহির থেকে দৃশ্যমান না হওয়ার জন্যও পর্দা করা হয়। যেমন, দরজা-জানালায় পর্দা ঝুলানো হয়, সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠান মঞ্চের চার পাশে পর্দা দেয়া হয়, যেন ভিতরের জিনিসগুলো বাহির থেকে দেখা না যায়। আবার সোনা-রূপা, অর্থ কড়ি ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদগুলোকে চোর-ডাকাতের হাত হতে সংরক্ষণের জন্যও ব্যাংক বা সিন্দুকের দ্বারা কঠোরভাবে, হিফাজত করা হয়। এক কথায় বলা যায়, প্রতিটি পূত পবিত্র ও মূল্যবান জিনিষকে সংরক্ষণের জন্য পর্দা করা জরুরী।

তাই আমরা বলতে পারি, আল্লাহ পাক সৃষ্টির অপূর্ব নৈপূণ্যে নারীর অবয়বে দৈহিকভাবে যে সৌন্দর্য, আকর্ষণ, লাজুকতা ও পবিত্রতার মহাসম্পদ দান করেছেন, সে মূল্যবান সম্পদকে অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি, কুৎসিত কামনা-বাসনা এবং অশ্লীলতার ময়লা-আবর্জনা হতে রক্ষা করাই পর্দার মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ

www.pathagar.com

নবীজীর ভাষায়, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নারীর মান-সম্মান, ইজ্জ-আবরু, সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা করাই পর্দার বাস্তব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পর্দার উদ্দেশ্যের মধ্যে আরও রয়েছে : নর-নারীর অবাধ মেলামেশার কারণে সমাজ জীবনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অরাজকতার উদ্ভব ঘটে, তা প্রতিরোধ করা, নারী-পুরুষের নৈতিকতা, চরিত্র এবং পবিত্রতাকে সংরক্ষণ করা।' যেন সমাজ জীবনেরও শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে। আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ : এটা (পর্দার বিদান) তোমাদের (নর-নারীর) অন্ত:করণ সমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। (সূরা : আহ্যাব, আয়াত : ৫৩)

তবে পর্দার উদ্দেশ্যে কখনও মহিলাদের শুধু ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখা নয়। বরং নবী (সা) মহিলাদেরকে আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে জরুরী শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা কেন্দ্র এবং হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে কিংবা সাংসারিক জরুরী প্রয়োজনেও ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে পর্দার গণ্ডির ভিতরে চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যেরও অনুমতি রয়েছে। নারী শিক্ষাকে তো পুরুষের মতোই ফরজ করা হয়েছে। যেমন, রাসূল (সা) বলেন :

(ক) "প্রতিটা নর-নারীর উপর (শরীয়তের প্রয়োজনীয়) ইল্ম শিক্ষা করা ফরজ।" (মিশকাত শরীফ)

(খ) "(ওহে নারীকুল!) আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জরুরী প্রয়োজনে (ঘরের বাহিরে) যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

(গ) হযরত আয়িশা (রা:) রাসূল (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা (মহিলারা) কি পুরুষদের সাথে জিহাদ করব না? রাসূল (সা) বললেন, "নারীদের সর্বোত্তম জিহাদ হল মকবুল হজ্জ।" (বুখারী শরীফ)

ইসলাম নারীকে কখনো পিঞ্জিরের পাখি কিংবা গৃহপালিত জীবের মত দেখে না। বরং পর্দা, সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষা করে বাইরের কাজ-কর্ম করার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। এমন কি অনেক মুসলিম ঈমানদার নারী যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল অবদান রেখেছেন : এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক। তবে নারীদের শিক্ষালয় ও কর্মক্ষেত্র পুরুষ হতে স্বতন্ত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সহশিক্ষা বা সহ কর্মের কুফলে অনেক সময় লভ্যাংশ আনতে গিয়ে মূলধন পর্যন্ত হারিয়ে যেতে দেখা যায়।

সমাজের অধিকাংশ বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে পর্দাহীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারো ছাপ। সহশিক্ষা ও সহ-কর্মের দরুণই পাশ্চাত্য দেশের পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানকার পরিবেশকে আর মানবতার পরিবেশ বলা যায় না। আল্লাহ্ পাক নর-নারীর দেহ-মনকে চুম্বকের মত অতুলনীয় আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এতে একের প্রতি অন্যের অদৃশ্য আকর্ষণ থাকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নারীর মুখমণ্ডল

www.pathagar.com

ক্ষার জাতীয় উপাদানে তৈরী, যা দেখামাত্র পুরুষ দেহে চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ দণ্ডের আকর্ষণের মতো উচ্চকিত হয়ে উঠে। লোহা ও চুম্বকের কাছাকাছি হওয়া আকর্ষণ মুক্ত নয়।

মনে করুন, এক টুকরো লোহা ও চুম্বককে পাশাপাশি রেখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের মহাসচিবও যদি যৌথ আইনে চুম্বকের প্রতি ফরমান জারি করেন, সে যেন লোহাকে আকর্ষণ হতে দূরে থাকে, তবে কি চুম্বকের ক্রিয়া নিষ্ক্রীয় হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। তেমনি নারী-পুরুষের পাঠশালা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা না করে আইনের পর মহাআইন করলেও সমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করা যাবে না। এ যেন আগুনের উপর মোম রেখে মোমকে বিগলিত না হওয়ার শাহী হুকুম। তা লোভী বিড়ালের সামনে দুধের পেয়ালা রেখে বিড়ালকে পেয়ালায় মুখ না দেয়ার জন্য শাসনেরই নামান্তর বৈকি!

নারীর জীবন সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে হলে নারীর আলাদা কর্মক্ষেত্র এবং ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। কবি গোলাম মোস্তফা "ইসলামও কম্যুনিজম" রচনায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা লিখেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে পূর্বে ছেলেমেয়েকে এক সঙ্গে শিক্ষা দেয়া (Co-Educaiton) হত। কিন্তু এই ব্যবস্থার কুফল বুঝতে পেরে ১৯৪৩ সনে আইন করে এই সহ-শিক্ষা তুলে দেয়া হয়েছে। ছেলে-মেয়ের শিক্ষা যে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তা মেনে নিয়েছে। তিনি বলেন, একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় : ইসলামের নিকট কুম্যনিজমের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৭)

পর্দার প্রয়োজনীয়তা

(ক) পর্দার বিধান কারো মনগড়া কোন আইন বা সমাজিক কোন প্রথা নয়, বরং বিজ্ঞানময় স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির সেরা জীবের জীবন সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য এক অমোঘ, অনড়, অটল ও সার্বিক কল্যাণকর বিধান। যাকে স্রষ্টা সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যই উপহার স্বরূপ প্রদান করেছেন। আল্লাহ পাকের ইরশাদ : "এটা (পর্দার বিধান) তোমাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার উপায়।"

(সুরা : আহ্যাব, আয়াত : ৫৪)

সৃষ্টি উপর স্রষ্টার আইন মেনে চলা যুক্তি ও বিবেকের ন্যায্য দাবী।

(খ) জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও পানির প্রয়োজনের তুলনায় সমাজ জীবনে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কয়েকগুণ বেশী বৈ কম নয়। খাদ্য ও পানির অভাবে একটি মাত্র জীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু পর্দার অভাবে গোটা সমাজ জীবনের

www.pathagar.com

নির্মলতা, সাবলীলতা, সৌন্দর্য ও শান্তি-শৃংঙ্খলার চলমান প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই সমাজের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় পর্দার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

(গ) সৃষ্টির সেরা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের মৌলিক পার্থক্যগুলোর অন্যতম হল : মানুষ পোশাক পরে, পর্দা করে এবং সুন্দরকে গ্রহণ করে। আল্লাহ পাকের ইরশাদ। "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি। যা তোমাদের অনাবৃত অঙ্গকে আবৃত করে এবং সৌন্দর্যের উপকরণ হয়।" (সুরা : আ'রাফ, আয়াত : ২৬)

এই পোশাক তথা পর্দার মাধমেই মানব সমাজের সৌন্দর্য ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে পোশাক না পরে উলঙ্গ থাকার জন্যই পশুরা চিরদিনই পশু। তাই পশুদের মাঝে লাজ-লজ্জা, সমাজ-সভ্যতার কোন বালাই নেই। বরং তারা চির উলঙ্গ, চির পশু। (তাফ্সীরে আয়াতুল আহ্কাম, ২ : ২৭৯)

(ঘ) পর্দা প্রকৃতিরই একটি গুণ। প্রকৃতি নিজে এবং তার আশে-পাশের সকল সদস্যই আপন আপন নিয়েমে পর্দা করে থাকে। পশুরা তাদের লজ্জাস্থানকে লেজ বা লোম দিয়ে ঢেকে রাখে। পাখিরা ঢেকে রাখে ডানা ও পালক দিয়ে। সাপ তার ছত্রপতি দেহকে আবৃত রাখে নির্মোক দিয়ে। বৃক্ষরাজি তাদের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখে ছাল ওলতা-পাতার সাহায্যে। পাহাড়-পর্বত নিরুপম দেহ সৌকার্যকে পর্দা করে বৃক্ষ ও লতা-পাতা দিয়ে। পর্দা যেহেতু প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, তাই প্রকৃতির মাঝে বেঁচে থাকতে পর্দার কোন বিকল্প নেই। (সেনানী, জানুয়ারী, ৯৪)

(ঙ) সমাজ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি-শৃংখলা নিভৃর করে সুন্দর প্রজন্মের উপর। আর আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষা এবং নৈতিক-চারিত্রিক আদর্শে গড়ে তুলতে মাতার পর্দার কোন বিকল্প নেই। পর্দাহীন নারীর গর্ভে সুসন্তান কামনা করা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে গোলাপ ফুলের চাষ করারই নামান্তর। কবি সম্রাট ইকবাল (র:) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন : "যে বৃষ্টি-বিন্দুর নেই ঝিনুকের কোলে বসার অনুমতি যুগ যুগ ধরে ঝরে পড়লেও তা হবে না মূল্যবান মতি।"

অর্থাৎ : ঐ ঝিনুকের মাঝেই মুক্তার জন্ম হয়, যে ঝিনুক বৃষ্টির ফোটা পেটে নিয়ে সাগরের অতল গভীরের অন্তরায়ে চলে যায়।

(চ) ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন : নর-নারীর দৃষ্টি এমন সুতীক্ষ্ণ তীর, যা হৃদয়কে ঘায়েল করেই ছাড়বে। এ জন্যই বিজ্ঞানময় খোদা নারী-পুরুষ উভয়কেই আপন আপন দৃষ্টি তীরকে সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রাতের অন্ধকারে মুখোমুখী দু'টি মোটর গাড়ীর হেড লাইটকে ক্ষণিকের জন্যে না নিভালে যেমন নিশ্চিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে, তেমনি নারী-পুরুষ পরস্পর মুখোমুখী হলেও দৃষ্টির তীক্ষ্ণ লাইট দু'টি অবনত না করলে, আশু বিপদের

www.pathagar.com

সম্ভাবনা থেকে যায়। এই অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকে নারীর সুন্দর জীবনকে হিফাজতের জন্যই শরীয়ত নারীর প্রতি পর্দার বিধান জারী করেছে।

ওলীকুল শিরোমনি হাকীম আখ্‌তার সাহেব বলেন : মানবের দৃষ্টি হল দেহরাজ্যের সীমান্ত স্বরূপ আর হৃদয় হল তার রাজধানী। রাজধানীর উপর শত্রুর আক্রমন সর্বদা সীমান্ত পথ ধরেই হয়ে থাকে সুতরাং দেহ রাজ্যের রাজধানী হৃদয়কে দুর্দান্ত শত্রুদল শয়তানের প্ররোচনার আক্রমন থেকে বাঁচাতে হলে প্রথমে দৃষ্টির সীমান্তকেই সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

পর্দাহীনতার ক্ষতি

পর্দাহীনতায় বিশ্ব মানবতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, মানবের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ উত্তম চরিত্র এবং আদর্শ ধ্বংস হয়ে যায়। পর্দাহীনতার কারণেই বিশ্ব সমাজে আজ সেচ্ছাচারিতা, নারী ধর্ষণ, জারজ সন্তান জন্মদান, নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতন, তালাক, হত্যা, ব্যভিচার সব রকম অপকর্ম চলছে। যার কাছে পর্দা নেই, তার লাজ-লজ্জার কোন বালাই নেই।

লজ্জাহীন মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। যে কোন অন্যায়-অপরাধ করতে সামান্য দ্বিধাও থাকে না তার। রাসূল (সা) বলেন, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যে (অন্যায়) ইচ্ছে, তা করতে পারবে। (বুখারী শরীফ)

পর্দাহীন সিঁড়ি বেয়েই চরিত্রহীনতার যাত্রা শুরু হয়। আর চরিত্রহীনতার ঘনকাল অন্ধকার হতে ই সমাজের অবক্ষয় নেমে আসে। পাপী ও চরিত্রহীন যুবক-যুবতী নিয়ে একটি সুখ-সমৃদ্ধ ও শান্তিময় সমাজ গড়ার আশাটা কাঠের বাক্সে উইপোকা চাষেরই পরিণাম বৈকি। তাই যুবক-যুবতীর চরিত্র গঠন এবং সংস্কারমূলক সমাজ তৈরীতে পর্দার প্রয়োজনকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পর্দাহীনতার আর একটি মৌলিক ক্ষতি হল, এর দ্বারা নারীদের আত্মমর্যদার সুরমা প্রাসাদ ধসে পড়ে। যদ্দরুণ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সম্পদ মায়ের জাতি নারীরা পরিণত হয় লোভী-পাপী পুরুষদের একমাত্র ভোগের সামগ্রীতে।

যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যের নগ্ন ও অশ্লীল সমাজের অবলা-সরলা মহিলাদের পশুত্বের অমানবিক জীবন। যে দেশের নারীরা ছিল আদরের কন্যা, সতী বোন, সুবোধ বধু, গর্ভধারিণী মাতা, সতীত্ব সম্ভ্রম ছিল যাঁদের মাথার তাজ, পর্দাহীনতার দরুণ তারা আজ পাপী পুরুষদের টানা-হেঁচড়ায় মরণতুল্য, অতিষ্ঠ।

মিশরের প্রখ্যাত দার্শনিক আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম আহমদ আমীর "জুহরুল ইসলাম" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেন, পশ্মিাদের নগ্ন সভ্যতায় এমন পশুত্ব জীবন শুরু হয়েছে যে, স্বামী যখন ডিউটি হতে ঘরে ফেরেন, তখন তার সাথে থাকে একজন যুবতী বান্ধবী। অনুরূপ নারীও যখন ডিউটি করে ঘরে

www.pathagar.com

ফেরেন, তখন তার সাথে থাকে একজন যুবক বন্ধু। ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মধুময় ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, মায়া ও আন্তরিকতার কোন বালাই থাকে না।

নারীত্ব-পর্দা-প্রগতি

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম, পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সর্বসম্মত অভিমত মুতাবিক অবৈধ যৌন ক্রিয়া বা যিনা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি ও এক অমার্জনীয় অপরাধ। তা মর্যাদাবোধ ও সম্মান সম্ভ্রমের জন্যে অতি বড় পদস্খলন। এটা অশ্লীল আচার-আচরণ ও অসৌজন্যমূলক চাল-চলনের মূল উৎস।

পবিত্র কুরআনে তাই ইরশাদ হচ্ছে : "হে নবী পত্নীগণ। তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করবে : যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা-বার্তা বলবে।" (সূরা : আহযাব)

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না নামায কায়িম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরক পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে।" (সূরা আহ্যাব)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে নবীজীর বিবিগণের প্রতি দু'টি হিদায়াত দেয়া হয়েছে।

প্রথম হিদায়াত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত এবং তাদের বাক্যলাপ ও কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। ইরশাদ হচ্ছে : "যদি পর পুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারীকণ্ঠের স্বভাব সুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে।" হিদায়াতের মর্মার্থ এই যে, নারীদেরকে পর পুরুষের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না, বরঞ্চ তার নিকটও যেন ঘেঁষতে না পারে।

দ্বিতীয় হিদায়াত : দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী জাহিলিয়াতের যুগ ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগকে বুঝানো হয়েছে : যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার, প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে। যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা পর্দাহীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত: এ যুগেরই অজ্ঞতা, অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত

www.pathagar.com

আসল হুকুম এই যে, নারী গৃহে অবস্থান করবে। অর্থাৎ নারী শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাবে না। সাথে সাথ একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলাম পূর্ব অজ্ঞযুগের নারীর প্রকাশ্যভাবে বে-পর্দা চলাফেরা করত, তোমরা সে রকম চলাফেরা করো না।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত: প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য। গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তারা পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত: শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হলো : গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত : একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাগিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়। বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হয়।

মহান পরওয়ারদিগারে আলম ইরশাদ করেন : মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।" (সূরা : আন নূর, আয়াত : ৩১)

দৃষ্টি নত রাখার অর্থ : দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে রাখা : যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পরস্পরিক ঘর্ষণ : যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে : দৃষ্টিপাত করা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যে তাঁদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা : আহযাব, আয়াত : ৫৯)

উক্ত আয়াতে নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুঁলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে।

www.pathagar.com

মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত সূরা আহযাবের প্রথম আয়াত উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে হারিসার সাথে রাসূল (সা)-এর বিবাহের সময় এটি অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে ৩য় হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তাফসীরে ইবনে কাছীর ও নাইলুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগীন্যতা দান করা হয়েছে। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চিম হিজরীর জিলকদ মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পদ্যার আয়াত এ বিয়ের সময়েই অবতীর্ণ হয়েছিল।

মানবতার মুক্তির দিশারী মহামানব রাসূলে আকরাম (সা) একনাতিদীর্ঘ বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, মেয়ে জাতি ইবলিসের জাল। যার মাধ্যমে সে মানুষকে শিকার করে। তাকে ফাঁদে আবদ্ধ করে তার কাম পূঁজার প্রদর্শনী দেখায়। (ফয়জুল কাদীর ২/১৭৭)

মানবতার নবী ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক বলেন, দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্বেও দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আমি তার পবিবর্তে এক সুদৃঢ় ঈমান দান করব। যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম দৃষ্টি মাফ, দ্বিতীয় দৃষ্টি গোনাহ। এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম দৃষ্টি আকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হওয়ার কারণে ক্ষমার্থ, নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে হলে প্রথমটিও অমার্জনীয়।

কার কার সাথে দেখা দেওয়া জায়িয

যে সকল মাহরাম আত্মীয়দের সাথে মেয়েদের দেখা-সাক্ষাত করা বা সামনে যাওয়া জায়িয, তারা হলেন : (১) বাপ, (২) দাদা, (৩) নানা, (৪) চাচা, (৫) মামা, (৬) আপন ভাই, (৭) দুধ ভাই, (৮) দুধ বাপ, (৯) আপন পুত্র, (১০) পুত্রের পুত্র-নীচে যত আছে, (১১) কন্যার পুত্র-নীচে যত আছে, (১২) সৎপুত্র, (১৩) সৎভাই (১৪) ভাই পুত্র, (১৫) বোন পুত্র, (১৬) দুগ্ধ পালিত পুত্র-নীচে যত যাবে, (১৭) দুগ্ধ পালিত কন্যার পুত্র, (১৮) শ্বশুর, (১৯) জামাতা, (২০) দুগ্ধ জামাতা। এ সকল পুরুষগণ স্ত্রীলোকের মাহরাম। এদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা জায়িয আছে এবং এদের সহিত বিবাহ হারাম।

এসব আত্মীয়দের সামনেও যথা সম্ভব মুখ ও হাত ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর বুক, পেট বা পিট তো খোলা রাখা জায়িযই নয়।

কার কার সাথে দেখা দেওয়া জায়িয নয়

গাইরে মাহরাম অর্থাৎ যাদের সহিত মেয়েদের দেখা-সাক্ষাত করা হারাম এবং সামনে যাওয়া জায়িয নয়, তারা হলেন : (১) চাচাত ভাই, (২) মামাত ভাই, (৩) ফুফাত ভাই, (৪) খালাত ভাই, (৫) খালু, (৬) ফুফা, (৭) চাচাত

www.pathagar.com

মামু, (৮) দেবর, (৯) ভাসুর, (১০) ননদ জামাই, (১১) ভগ্নিপতি বা দুলাভাই, (১২) চাচা শ্বশুর, (১৩) মামা শুশুর, (১৪) খালু শ্বশুর, (১৫) ফুফা শ্বশুর, (১৬) বেয়াই, (১৭) তালই প্রভৃতি। তেমনিভাবে অপরিচিত পুরুষ- যাদের সাথে বিবাহ দুরস্ত আছে, তারাও গাইরে মাহরাম। তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং সামনাসামনি কথা-বার্তা বলা কবীরা গুনা। এমনকি যে সমস্ত ছোট ছোট ছেলে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার মর্ম বুঝে, সে সমস্ত ছোট ছেলের সঙ্গেও দেখা দেয়া নিষেধ।

মাহ্রাম ও গাইরে মাহ্রামের মধ্যে পার্থক্য

মাহরাম পুরুষের সামনে মেয়েরা চেহারা, হাত-পা খোলা রাখতে পারে, কিন্তু গাইরে মাহরামের সামনে এসব কিছুতেই খুলতে পারে না। গাইরে মাহরাম থেকে চেহারা সহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে পর্দা করতে হবে।

মাহরাম হোক বা গাইরে মাহরাম হোক, সমস্ত পুরুষকে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা উচিত এবং কারো নির্জনে কোন নারীর নিকটে বসা অথবা তার শরীর স্পর্শ করা জায়িয নয়। শরীর স্পর্শ করা বা শরীর হাত লাগান সম্পর্কে মাহরাম ও গাইরে মাহরাম পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভ্রাতা ভগ্নির হাত ধরে কোন যানবাহনে উঠিয়ে দিতে অথবা তথা হতে নামাতে পারে। কিন্তু এটা কোন গাইরে মাহরামের জন্য জায়িয নয়।

গাইরে মাহ্রামের প্রতি নজর পড়লে

হযরত যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল (সা) কে নজরে পড়ে পাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তৎক্ষণাত দৃষ্টি সরিয়ে নিবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত কবা ইবনে আমির (রা:) হতে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, মহিলাদের কাছে যাওয়া-আসা হতে বিরত থাক। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্বামীর ভাইয়ের অর্থাৎ দেবরের ব্যাপারে কি হুকুম? হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন, "স্বামীর ভাইতো মৃত্যুতুল্য।"

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

নির্জন স্থানে একজন নারী ও পুরুষের সাক্ষাত

একদা হযরত রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হযরত বিবি আশিয়া (রা:) ও তাঁর পিতা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা:) এ দু'জনে কোন নির্জন স্থানে বসে কোন বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। হুযুরে আকরাম (সা) সেখানে পৌঁছে দেখলেন : তাদের মধ্যে একটি শয়তান বসে রয়েছে।

অমনি তিনি রাগ হয়ে বললেন, "খবরদার! কখনো এরূপ নির্জন স্থানে

www.pathagar.com

বসবেন না। কারণ, আপনাদেরকে ধোঁকা দিবার জন্য একটি শয়তান আপনাদের মাঝখানে বসেছিল, তা আমি দেখেছি। এভাবে যে কোন নিরালা জায়গায় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এততিত্র হলে, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান। আমি যা দেখি, আপনারা তা দেখেন না।"

নারী-পুরুষ একে অন্যকে স্পর্শ করা

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "হাতের যিনা হল গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করা।" (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "তোমদের কারো মাথায় লোহার সূঁচ ফুটিয়ে দেয়া কোন গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করা চেয়ে সাংঘাতিক নয়।" (তিবরানী, বাইহাকী শরীফ)

নারীরা সৌন্দর্য গোপন রাখবে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, "মহিলারা তাদের পা-কে মাটির উপর এমনভাবে ফেলবে না যাতে পুরুষদের নিকট তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

মহিলারা কখন বাইরে যেতে পারবে

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "মহিলাদের জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অধিকার নেই, তবে শুধুমাত্র অপরাগ ও নি:সহায় অবস্থাতে বের হতে পারে।" (তাবরানী)

তিনি আরো বলেন : "মেয়েরা লুকানো বস্তু (অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পর্দা জরুরী) অনন্তর যখন তারা বাইরে যায়, তখন শয়তান তাদে প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (চরিত্রহীন লোক যারা মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে এরা শয়তান)। (তিরমিযী শরীফ)

দাইয়ূসের জন্য জান্নাত হারাম

নবীজী (সা) বলেছে, "দাইয়ূস বেহেশ্তে যাবে না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন-দাইয়ূস কে? নবীজী (সা) বললেন : দাইয়ূস সেই ব্যক্তি, যে লক্ষ্য রাখে না যে, তার বাড়ীতে কে আসলো, আর কে গেলো। অন্য এক হাদীসে আছে- "সে ব্যক্তি দায়ূস, যে তার স্ত্রীকে বেপর্দাভাবে বেরুতে দেয়।"

চোখ, কান, জিহবা, হাত ও পায়ের জ্বিনা

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : "চোখ যিনা করে, চোখের যিনা হল অন্যকে অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পরপুরুষ ও পুরুষদের জন্য পরনারী দেখা। কান যিনা

www.pathagar.com

করে, কানের যিনা হচ্ছে : কামভাবের সাথে অন্যের আওয়াজ শুনা। জিহ্বাও যিনা করে, জিহ্বা যিনা হল : কামভাবের মনোভাব নিয়ে অন্যের সাথে কথা বলা। হাত যিনা করে, হাতের যিনা হচ্ছে গাইরে মাহরামকে স্পর্শ করা। পা যিনা করে, পায়ের যিনা হচ্ছে : গাইরে মাহরামের দিকে খারাপ উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। অন্তরে কোন কিছু কামনা করে যিনা করে এবং লজ্জাস্থান কামনা মেনে নিয়ে চূড়ান্ত করে অথবা অস্বীকার করে।" (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৩৬ পৃ:)

দৃষ্টির অনিষ্ট

মনের বড় চোর দৃষ্টি। এটি খুব ক্ষতি করে। এ জন্য কুরআন পাক ও হাদীস শরীফ সর্ব প্রথম এথেকে সতর্ক করেছে। পবিত্র কুরআনে আছে : "হে নবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন : তারা যেন অপর স্ত্রীলোক হতে আপন দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এবং হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদিগকে বলে দিন : তারা যেন অপর পুরুষ হতে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এবং লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

হাদীস শরীফে আছে : হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : হে মানব সন্তান! তোমার প্রথম অলক্ষ্যের দৃষ্টি তো ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সাবধান, দ্বিতীয়বার যেন ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। (জাস্সাস)

হযরত জাবির (রা:) জিজ্ঞেস করলেন : "হঠাৎ যদি দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কি করব?" নবী (সা) বললেন, "তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরেয়ে না।" (আবু দাউদ শরীফ)

সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রবণতা

নারী হৃদয়ে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসনাও দৃষ্টির কুফলের একটি কারণ বাসনা সকল সময়ে সুস্পষ্টও হয় না। মনের আড়ালে কোথাও না কোথাও সৌন্দর্য প্রদর্শনের বাসানা লুকিয়ে থাকে এবং তাই বেশভূষার সৌন্দর্যে, চুলের পরিপাটিতে, মিহি ও সৌখিন বস্ত্র নির্বাচনে এবং এরূপ অন্যান্য ব্যাপারে প্রকশিত হয়ে পড়ে। কুরআন এই সকলের জন্য 'তাবারুজুল জাহিলিয়াত' (মূর্খ যুগের প্রদর্শনী) নামে এক সার্বিক পরিভাষা ব্যবহার করেছে। স্বামী ছাড়া অপরের চক্ষু জুড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সৌন্দার্য প্রদর্শন ও বেশভূষা চক্ষু জুড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেশভূষা করা হয়, তাকেই বলে 'তাবাররুজুল জাহিলিয়াত'। এই উদ্দেশ্যে যদি কোন সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের বোরকা ব্যবহার করা হয় : যা দেখলে চোখের আনন্দ হয়, তাও 'তাবাররুজে জাহিলিয়াতে' পরিগণিত হবে। এটা নারীর বিবেকের উপর নির্ভরশীল। নিজের মনের হিসেব তাকে নিজেই নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, সেখানে কোন অপবিত্র বাসনা লুকিয়ে আছে

www.pathagar.com

কিনা। যদি থাকে, তা হলে তার জন্য আল্লাহর এই নির্দেশ : "জাহিলিয়াতের যুগে যে ধরণের সাজ-সজ্জা ও ঠাট্-ঠমক করা হত, সেসব কারো না।"

(সূরা : আহ্‌যাব, আয়াত : ৩৩)

জিহ্বার অনিষ্ট

শয়তানের আর এক দালাল জিহ্বা। জিহ্বার দ্বারা অহরহ কত অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে এবং বিস্তার লাভ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। নারী-পুরুষ কথোপকথন করছে। কোন মন্দ বাসনা সুস্পষ্ট প্রকাশিত নয়। কিন্তু মনের গোপন চোর কণ্ঠে মিষ্টতা, কথা বলার ভংগীতে একটা আকর্ষণ এবং কথাবার্তার একটা মোহাবেশ সৃষ্টি করে চলছে। কুরআন এই মনচোরকে সাবধান করেছে এই বলে : "যদি তোমাদের মনে আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে (অপরের সংগে) কমনীয় ভংগীতে কথা বলো না। নতুবা যার মনে (খারাপ বাসনার) রোগ আছে, সে তোমাদের সম্পর্কে এক প্রকার লালসা পোষণ করে বসবে।"(সূরা : আহ্‌যাব, আয়াত : ৩২)

মনের এই চোরই অপরের অবৈধ অথবা যৌন সম্পর্কের অবস্থা বর্ণনা করতে এবং শুনতে আনন্দ উপভোগ করে। এই আনন্দরস উপভোগ করার জন্য প্রেমপূর্ণ গান গাওয়া হয়, সত্য-মিথ্যা প্রেমের গল্প বলা হয় এবং সমাজে এ সবের প্রচার এমনভাবে হয়, যেন মৃদু মৃদু আগুনের আঁচ। কুরআন বলে : "যারা ইচ্ছা করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নিলর্জ্জতার প্রচার হোক, তাদের জন্য পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখিরাতেও।" (সূরা : নূর, আয়াত : ১৯)

পর্দা মুক্তির পথ

নশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান, কিংবা অদৃশ্য বস্তু, অথবা বায়বীয়তা সকল কিছুর প্রভু মহান আল্লাহ তা'আলা। তন্মধ্যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা চিন্তাশীল ও বিবেকবান করে সৃষ্টি করেছেন। শেষ বিচারের দিনে মানুষকে ও জ্বীনকে তাদের সৎকর্মের ফলস্বরূপ প্রদান করা হবে বেহেশতের অশেষ অসীম শান্তি। অসৎ সকল কর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন : "হে মানব জাতি! তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নাই। তবেই তোমরা কৃতকার্য হবে।

আল্লাহকে বিনা দ্বিধায় মা'বুদ মেনে নেয়ার মধ্যে মুসলমানিত্ব ও বিশ্বাস স্থাপন ও তদনুযায়ী শরয়ী কানুন মেনে নেয়ার মধ্যেই মজবুত ঈমান দাবীত্বে পরিচয়। ঈমানদারগণের উপর আল্লাহর তরফ থেকে দুটি অবশ্য পালনীয় কর্ম হচ্ছে : হালালকে হালাল হিসাবে মেনে নেয়া ও হারামকে বর্জন করা। এর কোনটার মূল থেকে বিচ্যুতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয় নয়। নতুবা তাদের মৃত্যু হবে মুনাফিক অথবা ফাসিক অবস্থায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা যতগুলো ফরজ পালনের হুকুম দিয়েছেন, তন্মধ্যে পর্দা করা অন্যতম ফরজ। যে আব্রুর রক্ষণের মধ্যে রয়েছে নারী ও পুরুষ জাতির জন্য গ্যারান্টিযুক্ত মুক্ত সাবলীল পরিবেশ, আকর্ষণ ও নিরাপত্তার আমরণ সনদ। পারদবিহীন কাঁচের আকারে যেমন দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয় না : তেমনি পর্দবিহীন নারী জাতির গর্বিত কোন উদাহরণ নেই। মুসলমান নারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ঈমানকে সমুন্নত ও তার পারিপার্শ্বিক অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে পবিত্র জীবন গড়ার জন্য পর্দা প্রথার বিকল্প নেই। নারী নির্যাতন, পরকীয়া আকর্ষণ, ব্যভিচার অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা ও বগ্লাহীন জীবনকে রক্ষার জন্য পর্দার কোনই বিকল্প পন্থা আজো আবিস্কার হয়নি। এজন্য রাসূল (সা) বলেছেন : "তোমরা তোমাদের মুখ ও লজ্জা (অঙ্গ)-কে হেফাজত কর। আমি তেমাদের বেহেশতের জামিনদার হবো।" (আল হাদীস)

শুধু তাই নয় পর্দা করা পুরুষের উপরও ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহপাক বলেন : "আপনি মুমিন পুরুষগণকে বলুন : তোমরা নিজ দৃষ্টি সংযত রাখ ও নত করে চল এবং নিজ লজ্জাস্থানকে সাবধানে সংযত রাখ। এটা তোমাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র বিষয়। (সূরা : নূর, আয়াত : ৩০)

নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্দা

নারীকে সুসংহত ও সংরক্ষিত আয়ত্বে থেকে তার কাজ ও কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। পর্দা অবরোধ নয়। পর্দা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সার্বিক দায়িত্ব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার নিমিত্তে সুস্থ অবলোকন। যা পর্দাহীন নারীরা করতে গেলে তাকে বিভিন্ন বিপত্তি, নিরাপত্তাহীনতা ও কুট দৃষ্টির শিকার হতে হয়। যা থেকে পর্দাশীলা নারীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। মূলত: নারীর দেহের গঠন ও কর্মশক্তি বাহিরের পরিশ্রমী কর্মের অনুকূলে নয়। এতদসত্ত্বেও পর্দা বজায় রেখে, সংসার নিয়ন্ত্রণে রেখে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যতটুকু সম্পাদন করা যায়, ততটুকু করার বিধান স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের কঠোর পরিশ্রম ও উপার্জনের জন্য পুরুষই যথেষ্ট। বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি সহঅবস্থানের দাবি করে ভূয়া নারী মুক্তি আন্দোলন-এর নামে সাংসারিক স্নেহ মমতাকে দূরে ঠেলে অপসংস্কৃতির বীজ বপণ করতে আধুনিকতার ধুঁয়া তুলছে কিছু বেহায়া নারী। এসব কিছু ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মা বোনদের মনে রাখতে হবে তাদের অধিকার বেশী, দায়িত্ব কম, এর প্রকৃত অর্থ না বুঝতে পেরে নারী অধিকারের নামে তাদের কাধে দায়িত্বের বোঝা তুলে নিচ্ছেন।

রাসূল (সা) সাহাবীদের পর্দার কথা বললেন। কিছু কিছু সাহাবী বাড়িতে গিয়ে গর্তের মধ্যে শিশু কন্যাদের লুকিয়ে রাখলেন গাইরে মাহরাম ব্যক্তির দৃষ্টির

www.pathagar.com

আড়াল করার জন্য। এ পরিস্থিতিতে রাসূল (সা) বললেন, সাত বৎসর হলে এদের নেকাব দাও। সাহাবীরা আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতা ও কন্যার মধ্যে কিরূপ পর্দা হবে? রাসূল (সা) বললেন, কন্যা যখন পিতার সামনে যাবে, তখন মোটা চাঁদর (কাপড়) পরিধান করবে। হাদীসে আরোও আছে, যখন কোন নারীর মৃত্যু হয়, তাকে পর্দার ভেতরে রেখে কাজ সারতে হবে এবং খাটিয়ার উপর পর্দা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। যেন কেউ বুঝতে না পারে মৃতা কি সাবালিকা, না নাবালিকা। কেননা, শয়তান মানুষকে সর্বক্ষণ কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। মূলত: নারীর মৃত্যু ও কবর পর্যন্ত পর্দার অন্তরালে থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন থাকে।

পর্দা বিধানের স্বরূপ

মেয়ে লোকের পক্ষে পুরুষের মত স্বাধীনভাবে বাহিরে চলাফেরা করা জায়েয নয়, বরং হারাম এবং দরকার বশত: সাংসারিক কাজ-কর্ম আদায় করার ঠেকায় যদি তাদেরকে ঘরের বাহির হতে হয়, তখন তারা সৌন্দর্য্যহীন কাপড় পরে বোরকা বা বড় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে বের হবে। তারা সতর রক্ষা করবে অর্থাৎ তারা নিজেদের শরীরের কোন অঙ্গ কারো নিকট প্রকাশ করতে পারবে না। সতর ও পর্দা সম্পর্কে ও আবশ্যকীয় মাসআলা নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

১। মেয়েলোক ও পুরুষগণ কার নিকট থেকে কোন অঙ্গ লুকিয়ে রাখবে বা প্রকাশ করতে পারবে। যার সহিত বিবাহ জায়েয, সেরূপ পুরুষকে গাইরে মাহরাম বলে, তাদের থেকে পূর্ণভাবে লুকিয়ে থাকা মেয়েলোকের জন্য ফরজ।

২। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সমস্ত শরীরই দেখতে পারে। কিন্তু হায়িজ ও নেফাসের সময় স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত কোন অংশকে আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা বা দেখা ঠিক নয়।

৩। কাজ-কর্মের ঠেকায়-কদাচিত কোন মেয়েলোকের হাত বা মুখ খুলে গেলে পুরুষের পক্ষে ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়িয নয়।

৪। যে মেয়েলোককে বিবাহ করা কোন পুরুষের পক্ষে সিদ্ধ সেই পুরুষের (গাইরে মাহরামের) জন্য সেই মেয়েলোকের কোন অঙ্গ এমন কি মুখমণ্ডল, কব্জী, দুই হাত এবং দুই পায়ের পাতাকেও স্পর্শ করা হারাম।

৫। যে মেয়েলোককে বিবাহ করা কোন পুরুষের পক্ষে সিদ্ধ নয়, সেই (মাহরাম) পুরুষের জন্য সেই মেয়েলোকের পেট, পৃষ্ঠ ও কোমর হতে নীচের দিকে হাঁটুসহ কোন অংশকে স্পর্শ করা জায়েয নয়।

৬। পুরুষের যে অঙ্গকে দেখা মেয়েলোকের জন্য হারাম এবং মেয়েলোকের

www.pathagar.com

যে অঙ্গকে দেখা পুরুষ ও মেয়েলোকের পক্ষে হারাম, সেই অঙ্গকে স্পর্শ করাও হারাম এবং তাদের ছবি দেখাও হারাম।

৭। পুরুষ বা মেয়েলোকের পক্ষে হারাম যে অঙ্গকে অপর পুরুষ বা মেয়েলোককে দেখান হারাম, সেই অঙ্গের কোন প্রকার লোম (শরীরের সহিত লাগা থাকা অবস্থায় বা কেটেও অথবা উৎপাটন করে) দেখানও হারাম।

৮। মেয়েলোকের প্রসবের সময় চিকিৎসার জন্য নিজেদের শরীরের এতদূর নিষিদ্ধ অংশ ধাত্রী বা চিকিৎসকদের নিকট খুলতে পারবে, যতদূর না খুললে চিকিৎসা বা ধাত্রী কার্য্য চলে না। সুতরাং মেয়েলোকের পক্ষে তার অতিরিক্ত স্থান দেখানও এবং ডাক্তার বা ধাত্রীর পক্ষে তা দেখা হারাম।

৯। অনিচ্ছায় হঠাৎ কারো সতরে বা কারো চেহারা বা শরীরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে, যদি তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে গুনাহ হবে না। কিন্তু পুনরায় দেখলে, বা ইচ্ছা করেই প্রথম দেখলে, গুনাহ হবে।

১০। গাইরে মাহরাম পুরুষের জন্য ভিন্ন মেয়েলোকের ব্যবহৃত সুগন্ধি, অলঙ্কার সতর হিসেবে গণ্য। সুতরাং তাদের পক্ষে এমন পুরুষের সহিত মধুর ও চিত্তাকর্ষক শব্দে কথা বলা বা সুগন্ধি দান করা কিংবা এমনভাবে পাশে যাওয়া, তাতে সেই মেয়েলোকের থেকে সুগন্ধি অনুভুত হয়, অথবা অলঙ্কারের শব্দ শুনতে দেয়া জায়েয নয়।

১২। মৃতকে পর স্ত্রী নিজের স্বামীকে দেখতে ও গোসল দিতে পারে। কিন্তু স্বামী মৃতা স্ত্রীকে কেবল দেখতে পারে, স্পর্শ করতে বা গোসল দিতে পারে না।

১৩। ফটো তোলা বা তোলানো পুরুষের পক্ষে যেমন হারাম, মেয়েলোকের পক্ষেও হারাম। আবার মেয়েলোকের ফটোকে দেখা যেমন পরপুরুষের পক্ষে হারাম, তেমনি পুরুষের ফটো দেখাও বেগানা মেয়ের পক্ষে হারাম।

১৪। আয়নার ভিতর কাউকে দেখা প্রকৃত প্রস্তাবে আয়না ছাড়া দেখার সমতুল্য এবং তার হুকুমের অর্ন্তভূক্ত।

১৫। মেয়েলোকের যে অঙ্গকে দেখা পুরুষের পক্ষে হারাম, তার রঙ ও গঠন দেখাও হারাম। (মাশী ৫ম খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)

১৬। মেয়েলোকের পরিধেয় কাপড় এমন মোটা হলেও যদ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায় না, তবুও তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ, যদি তা দ্বারা শরীরে গঠন প্রকাশ পায়।

১৭। যদি কোন মেয়েলোকের পরিধানে বোরকা বা মোটা আবরণ থাকে, তবে দৃষ্টিপাত করলে দোষ নেই। কারণ, ঘরের ভিতর থাকা অবস্থায় দেয়ালে দৃষ্টি করা যেমন, শরীরের প্রতি দৃষ্টি না করে পরিধেয় কাপড়ের প্রতি দৃষ্টি করাও তেমন। কিন্তু এটা ঐ অবস্থায়, যখন বোরকা শরীরের সাথে লেগে থেকে তার

www.pathagar.com

গুনাগুণ বা গঠন প্রকাশ না পায়। তেমনি পাতলাও যেন না হয়, যাতে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ কাপড় শরীরের সহিত লেগে থেকে তার গুণাগুন প্রকাশ পায়, যেন তুর্কী কোবা কিংবা যদি এমন পাতলা হয়, যাতে শরীরের রং প্রকাশ পায়, তবে ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়িয হবেনা। কারণ, এইরূপ কাপড় (প্রকৃত প্রস্তাবে) মেয়েলোককে ঢেকে রাখে না। বরং তা নিজকে ও অপরকে পাপে লিপ্ত করার ফাঁদ।

(আলমগীরী, ৬ : ২২০)

হযরত হাসান (রা:) হতে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ ফরমায়েছেন : যে (কারও সতর) দেখে এবং যে (নিজের সতর) দেখায়, (উভয়ের উপর) আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হয়। (মেশকাত শরীফ)।

অপর একটি হাদীসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কোন বেগানা মেয়েলোকের প্রতি কামভাব সহকারে দেখবে বা যে মেয়েলোক কোন বেগানা পুরুষের প্রতি কামভাবে নজর করবে, কেয়ামতের দিন তার উভয় চোখে (গলিত) সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর : ৮ম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

অন্য এক হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : "যে কোন মেয়েলোকের (রূপ) সম্বন্ধে চিন্তা করে তার কাপড়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যাতে তা দ্বারা ঢাকা অঙ্গের গঠন তার নিকট প্রকাশ পায়, তবে সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।" (শামী ৫ম খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং মুসলমান ভাই-ভগ্নিগণের মধ্যে যাদের অন্তরে আল্লাহপাকের ভয় আছে, রাসূলের (সা) মহব্বত আছে এবং কবরের কথা, হাশর ময়দানের কথা, পুলছিরাতের কথা ও দোজখের আগুনের কথা ভেবে যারা চিন্তিত ও শংকিত, তারা নিশ্চয় নিজেদের পরিধেয় পোষাক সম্বন্ধেও চিন্তা না করে পারেন না। যদি নিজেদের পোষাক এমন হয় যে, তা দ্বারা শরীয়তের নির্দেশমত অঙ্গানি পুরাপুরী ঢাকা হয় না, কিংবা তা এমন পাতলা যে, তদ্বারা শরীরের রং প্রকাশ পায়, অথবা তা শরীরের সহিত এমনভাবে লেগে থাকে যে, তদ্বারা তার গঠন প্রকাশ পায়, তবে সেই পোষাক পরিবর্তন করতে তারা তো অগ্রণী হবেই বরং অন্যকেও তা করতে সদা সর্বদা উৎসাহিত করবেন।

এটা জানা কথা যে, বর্তমান যুগে বাংলাদেশ, ভারত, আসাম ও ব্রহ্মদেশের মুসলমান মেয়েলোকের যে পোষাক অর্থাৎ শাড়ী, গামছা, দামী লুঙ্গি, সেমিজ, ব্লাউজ, কোমর পর্যন্ত শরীরের সহিত লাগা পুরা আস্তিন বা আধা আস্তিন কোর্তা ইত্যাদি ব্যবহার করে, সেসব উপরে বর্ণিত দোষ হতে কখনও মুক্ত নয়। শাড়ী ব্যবহারে পর্দার কতিপয় ত্রুটি হয়। যথা : (১) পাতলা হেতু শরীরের রং প্রকাশ করে। (২) চলার সময় হাঁটুর নীচের অংশে (পায়ের পাতার গীটের উপর) উঠে

www.pathagar.com

যায়। (৩) কাজ-কর্মের সময় মস্তক, বাহু, বগলের নীচ, এমন কি পিঠও খুলে যায়। (৪) কোমরের নীচে পিছনের দিকের গঠন পুরাপুরী প্রকাশ পায়। অথচ এই গঠনকে দেখা কেবল পরপুরুষ নয়, বরং মেয়ে লোকের মাহরাম অর্থাৎ বাপ, ভাই, বেটা, চাচা, মামু ইত্যাদি পুরুষের জন্যও হারাম। (৫) শাড়ী হিন্দুগণের, গামছা মগজাতির, লুঙ্গি বার্মিজদের ও সেমিজ ইত্যাদি ইংরেজদের লেবাব হেতু কুরআন-হাদীস মতে বিধর্মীয় পোষাক বলে পরিত্যাজ্য। সুতরাং তারা এরূপ পোষাক পরিধান করাতে শুধু ঘরের বাহিরে পরপুরুষের নিকট নয়, ঘরের ভিতরও সর্বদা বর্ণিত কারণে এক দিকে নিজেরা এবং অপর দিকে আপন পুরুষেরাও গুনাহগার হচ্ছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, ব্যাপক প্রচলন হেতু রাত্রিদিন চোখের গুনাহের ব্যাপারে আম, খাছ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত এমন কি অনেক আলেম ফাজেলও সচেতন নন। গুনাহ হতে বাঁচতে হলে আমাদেরকে মেয়েলোকের বর্তমান প্রচলিত শাড়ী ইত্যাদির স্থলে সুন্নত মতে পুরা আস্তিন বিশিষ্ট লম্বা ঢিলা কোর্তা (যা দ্বারা কমপক্ষে কোমরের নীচে পেছনের অংশ ঢেকে যায়) এবং পায়জামা, উড়নী ব্যবহার করতে হবে।

নতুবা আল্লাহর দরবারে কিয়ামতের দিন কাঁদতে হবে। আর যদি কদাচিৎ কেউ শাড়ী ব্যবহার করে, তবে নিম্ন বর্ণিত শর্তের প্রতি পাবন্দী করতে হবে : ১। শাড়ী মোটা কাপড়ের হতে হবে। ২। সর্বদা সমস্ত শরীর শাড়ী দ্বারা আবৃত রাখতে হবে, হাত পেট, পিঠ যেন খুলে না যায়। ৩। শাড়ীর নীচের ব্লাউজ গলা থেকে হাতের কব্জি সমেত ফুল হাতা ও কোমর পর্যন্ত সম্পূর্ণ আবৃত করা ঢিলা ঢালা হতে হবে। কোনভাবেই যেন তা দ্বারা পেট পিঠের কোন অংশ পরিদৃষ্ট না হয়। ৪। শাড়ীর উপর বড় চাদর ব্যবহার করতে হবে যাতে শাড়ীর উপর দিয়ে বুক, কোমড় প্রভৃতির গঠন ফুটে না উঠে। ৫। বাহিরে বেরুতে বোরকায় আবৃত হয়ে পায়ে মোজা পরতে হবে, এভাবে পূর্ণ পর্দা বজায় রাখতে হবে।

নারীর ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছেদ

গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে নারীদের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢেকে রাখা শরীয়তের নির্দেশ। আর স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরাম পুরুষের সামনে চেহারা, মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ আবৃত রাখা শরীয়তের নির্দেশ। তবে পুরুষের কেবল নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত দেহ ঢেকে রাখতে হয়। এটা এমন বৈশিষ্ট্য, যা নারীকে পুরুষ হতে ও পুরুষকে নারী হতে পার্থক্য করে দেয়।

এখন এ বিষয়টি যথার্তরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, নারীদের দেহ আবৃত করতে ও ছতর ঢাকতে কোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করা কর্তব্য? এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়েই বলতে হয়, নারীদের এমন আঁট সাঁট পোশাক পরিধান করা উচিত

www.pathagar.com

নয়, যাতে তাদের দৈহিক গঠন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেননা, এরূপ পোশাক পরিধান করার কারণে নারীর বক্ষ্যদেশ, পৃষ্ঠদেশ, উরুদেশ, গোছাসহ নারীদের আকর্ষণীয় অঙ্গের গঠন প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের এমন লম্বা ও ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিধান করা কর্তব্য, যাতে তাদের বক্ষ্য উঁচু দেখা না যায় এবং তাদের রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য কোনভাবেই যেন বেগানা পুরুষের দৃষ্টি গোচর না হয়। নারীর পোশাক যেমন ঢিলে-ঢালা হওয়া উচিত, তেমনিভাবে সেসব পোশাক এমন মোটা হওয়া উচিত, যেন কোনভাবেই দেহের চামড়া দৃষ্টি গোচর না হয়, এরূপ পোশাক পরিধান করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন : "অনেক পোশাক পরিধানকারিণী কিয়ামতের দিন উলঙ্গ বলে গণ্য হবে।(বুখারী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) একবার পাতলা পোশাক পরিধান করে রাসূলে আকরাম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। এতে রাসূলে আকরাম (রা:) তাঁর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হে আসমা! নারী যখন বালেগা হয়, তখন তার কোন অঙ্গ দৃষ্টিগোচর হওয়া সমীচীন নয় এ অঙ্গ ব্যতীত। এই বলে তিনি মুখমণ্ডল ও দু'হাতের প্রতি ইশারা করলেন।

"হেলেমিয়ান ষ্ট্যাঙ্গব্যারী" নামক বিখ্যাত আমেরিকান অমুসলিম লেখিকা আরব বিশ্বে একমাস অবস্থানকালে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মূল্য, আত্ম-মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারে মুগ্ধ হয়ে যে বিবৃতি দেন, তাতে সমগ্র পশ্চিমা জগৎ কেঁপে উঠে। তিনি বলেন : "মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা একটি বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মুসলিম নারীরা দৈহিক ও আত্মিকভাবে স্বাধীনতা ও সুখের স্বর্গে বাস করেন। তাই পশ্চিমাদেরও উচিৎ যে, মুসলিম সমাজে যুবক-যুবতী তথা নারী-পুরুষের জীবন প্রবাহ সংরক্ষণের যে নীতিগত সীমারেখা পর্দার ঐতিহ্য রয়েছে, কাল বিলম্ব না করে তা দৃঢ়তার সাথে অবলম্বন করা।

মুসলিম সমাজ জীবন ইউরো-আমেরিকায় নগ্ন, অশ্লীল ও অস্থিতিশীল সমাজ জীবন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুন্দর ও স্থিতিশীল। মুসলিম সমাজেই নারীদের বাস্তব নিরাপত্তা ও পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। মুসলিম পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য নারীর জীবনের সংরক্ষণ এবং মাতা-পিতার শ্রদ্ধাবোধকে আবশ্যকীয় করে তোলে। তবে মুসলিম ঐতিহ্যে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা হল-পশ্চিমাদের বল্গাহীন স্বাধীনতা, অবাধ মেলামেশা ও ভোগবাদকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে বল্গাহীন স্বাধীনতা আজ ইউরোপ-আমেরিকার পরিবার ও সমাজকে মূল থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" তিনি আরো বলেন : "মুসলিম সমাজের পর্দার সুষম বিধান ধর্ম-বর্ণ, দল মত নির্বিশেষে সর্বকালের সকল সমাজের জন্যই নিতান্ত

www.pathagar.com

উপযোগী এবং সার্বিক কল্যাণকর। তাই আমি মুসলমানদের উপদেশ দেই যে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তম চরিত্র এবং সুনিপুণ তিহ্যগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

আর তোমাদের যুব সমাজকে পশ্চিমাদের মতো অবাধ মেলামেশা ও বল্গাহীন স্বাধীনতার কালগ্রাসী থাবা থেকে বিরত রাখ। বরং তোমরা তোমাদের পর্দার । ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণযুগের দিকেই ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য পশ্চিমাদের অস্থিতিশীল সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ার চেয়ে উত্তম। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ব্যাপক স্বাধীনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত অবৈধ ভোগ-বিলাস পশ্চিমাদের পারিবারিক, সামাজিক বন্ধন, নৈতিক-চারিত্রিক মূল্যবোধ ও মানবতার অবকাঠামোকে যেভাবে বিলীন করে দিয়েছে, তাতে পশ্চিমাদের আজ কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে। পশ্চিমাদের জীবন এখন জটিল জীবন। তাই বিশ্বময় শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আনার একমাত্র পথ হল : তরুণ-তরুণীদের উপর মুসলিম সমাজের পর্দার বিধানকে সার্বজনীন ভাবে জারি করে পারিবারিক-সামাজিক স্থিতিশীলতাকে পুনরায় ফিরে আনতে হবে।"

(কায়রো থেকে প্রকাশিত "আল-জমহুরিয়া)

হযরত আয়েশা (রা:) ইরশাদ করেন, আমরা হজ্বের সফরে রাসূলে আকরাম (সা)-এর সাথে ছিলাম এবং আমরা ইহরাম পরিহিত ছিলাম। আমাদের মুখমণ্ডল খোলা ছিল। যখন কোন পুরুষ যাত্রীকে হঠাৎ দেখতে পেতাম, তখনই মুখের উপর পর্দা ফেলে দিতাম। যখন তারা অতিক্রম করে চলে যেত, তখন উড়না মাথার উপর তুলে রাখতাম।

(ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ শরীফ)

একবার রাসূলে আকরাম (সা) উপহার স্বরূপ একখণ্ড পাতলা পোশাক পেলেন। তিনি তা উসামা বিন যায়েদ (র:) কে উপহার দিয়ে দিলেন। পরে উসামা (রা:) একদিন তার স্ত্রীকে সেটা দিয়ে দিলেন। (ঘটনাক্রমে) একদিন রাসূলে আকরাম (সা) উসামা (রা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার সেই পোশাকটি কোথায়? তা পরিধান করনা কেন? উত্তরে উসামা (রা:) বললেন : "সেটা আমি আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিয়েছি। একথা শুনে প্রিয়নবী (সা) বললেন : "তাহলে তাকে এর নীচে অন্তর্বাসে পরিধান করতে বল। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, শুধু এ কাপড় পরলে তা হাতে আকৃতি বুঝা যেতে পারে।"

(আবু দাউদ, আহমদ ও বায়হাকী)

রাসূলে আকরাম (সা)-এর এসব হাদীস দ্বারা স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের পাতলা পোশাক বর্জন করা উচিত। অথচ আজ নারীদের পাতলা পোশাক একটি ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। প্রতিযোগিতা চলছে কে কতটুকু পাতলা

www.pathagar.com

পোশাক পরিধান করতে পারে। শুধু তাই নয়; এ বিষয়টি আজ এ শ্রেণীর নারীর নিকট আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই সাথে অনেক নারী পুরুষের বিভিন্ন পোশাক যেমন, প্যান্ট, শার্ট, পা াবী ইত্যাদি পরিধান করে। তেমনিভাবে কোন কোন নারী পুরুষের চুলের ন্যায় নিজেদের চুল ছেটে ছোট করে রাখে। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : যে নারী লেবাস-পোশাকের বা চুলের ক্ষেত্রে নরের রূপ ধারণ করে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয় এবং যে পুরুষ লেবাস-পোশাকের ক্ষেত্রে নারীর রূপ ধারণ করে তাদের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)

সুতরাং নারীদের এমন কোন পোশাক পরিধান করা উচত নয়, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে। যারা এরূপ করবে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসূলে আকরাম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন : দোযখীদের দু'টি শ্রেণী আমি পৃথিবীতে দেখে যেতে পারিনি। তন্মধ্যে একটি শ্রেণী হচ্ছে সেসব নারী; যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ হবে এবং গর্বিত ভঙ্গিমায় কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে অপূর্ব চালে চলবে। তাদের মস্তক উটের পিঠের কুঁজের মত হবে। এ কারণে তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং বেহেশতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধি অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম শরীফ)

রাসূলে আকরাম (সা) পৃথিবীর বুকে অবস্থান কালীন সময়ে তা দেখে যেতে না পারলেও তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নারীরা আজ এমন পাতলা পোশাক পরিদান করতে আরম্ভ করেছে; যা দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আসে। এখানেই শেষ নয়; বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণে বর্তমানে নারীদের অনেকে স্কার্ট, শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি পোশাক পরিদান করতে আরম্ভ করেছে, যা চরম লজ্জার বিষয়। এর পরিণতিতে সমাজ যে আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। অনেকে এরূপ পোশাক পরিদানকেই নারী নির্যাতনের মূল কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং মুসলিম নারীদের মার্জিত ও শরীয়তসম্মত পোশাক পরিধান করা উচিত। এতে তাদের মাঝে গাম্ভীর্য, চিন্তাশীলতা ও আত্মসম্মানবোধের চেতনা জাগ্রত হয়, তারা নিরাপদে থাকতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বিজাতীয় পোশাক মানুষের মাঝে ছেলেমী, বাঁচালতা ইত্যাদি আনয়ন করে। অবৈধ নোংরা ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করে দেয়। সুতরাং মুসলিম নারীদের এসব বিষয় যথাযথরূপে উপলব্ধি করে তাদের ইসলাম নির্দেশিত শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

নারীর সৃষ্টি রহস্য

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সবকিছু সৃষ্টির পেছনেই রয়েছে মহান স্রষ্টার অপার মহিমা, সুক্ষ্ম হেকমত এবং তা লুকিয়ে আছে প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে এগুলোর মূল উপাদান চারটি। যথা : আগুন, মাটি, পানি ও বাতাস। এ চারটি উপাদানের মধ্যে মটি হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট উপাদান। কারণ, আমরা জানি যে, যার শক্তি যত বেশী এবং যার মধ্যে চেতনা ও অনভূতি আছে, সে চেতনা আর অনভূতিহীন বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার দাবি রাখে। অতএব, দেখা যায় আগুন, পানি ও বাতাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শক্তি, চেতনা আর অনুভূতিহীন বস্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার দাবি বিদ্যমান। কিন্তু মাটি এমন এক উপাদান, যার মাঝে চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধির নাম গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আল্লাহ মানব সৃষ্টির জন্য মাটিকে নির্বাচিত করেছেন। অভিশপ্ত ইবলিসের গোমরাহীর কারণও ছিল এ মাটি। এজন্য সে হযরত আদম (আ:) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল যে, মাটি হতে আগুন শ্রেষ্ঠ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "যখন আমি নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কে সিজদা করতে নিষেধ করল। সে বলল, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।

(সূরা : আ'রাফ, আয়াত : ১২)

অভিশপ্ত ইবলিশ বুঝতে পারেনি যে, মর্যাদা ও সম্মানের চাবিকাঠি উপাদান নয়, বরং এর মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও পছন্দ। যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, এ মাটি থেকেই আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন উভয়কে ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি, পৃথক চরিত্র আর স্বতন্ত্র অভ্যাস দিয়ে। সেই সাথে উভয়ের কর্ম ক্ষেত্রেও পৃথক করে দিয়েছেন। আর এতেই আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কুদরত ও হেকমত অনুধাবন করা যায়।

নারী সৃষ্টির রহস্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী, গুণী ও দার্শনিক যে যাই বলুক, আর যে কোন ধরনের থিওরী প্রদান করুক না কেন, তা কস্মিনকালেও সঠিক ও যথার্থ হতে পারে না। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকলের স্রষ্টা, সুতরাং কাকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন কার সৃষ্টির পেছনে কি হেকমত ও রহস্য নিহিত আছে তা একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আর নারী জাতি সৃষ্টির হেকমত ও রহস্য সম্পর্কে তিনি ঘোষণাও দিয়েছেন : "আর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য

www.pathagar.com

নিদর্শনাবলীর মধ্যে হতে একটি নিদর্শন হলো এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া-ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা : রুম, আয়াত : ১১)

কুরআনের এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য হল যেন পুরুষরা তাদের কাছে শান্তি-আরাম লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রেও কুদরতের চূড়ান্ত এ নীতিমালা এবং সিদ্ধান্তকেও কেউ খণ্ডন করতে পারে না এবং সৃষ্টির এ নিগূঢ় রহস্যকে কেউ পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। সুতরাং নারী জাতির সৃষ্টি যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছে, তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল-কুরআনে বর্ণিত নারী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের সারমর্ম হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি ও আত্মার সুখ। যে পরিবারে এ জিনিসটি বিদ্যমান রয়েছে, সে পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর যে পরিবারে মানসিক প্রশান্তি ও আত্মার সুখ নেই, সে পরিবারে বিশ্বের সকল প্রকার ভোগ-বিলাসিতার আধুনিক সামগ্রী থাকলেও দাম্পত্য জীবনের সাফল্যটুকু অন্তত নেই।

আয়াতে সালামের ফযীলত

কুরআন মাজীদে ৭ জায়গায় ৭টি সালাম শব্দ আছে যেগুলোকে আয়াতে সালাম বলা হয়। এগুলোর ফযীলত নিম্নরূপ– যারা প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা এ আয়াত পাঠ করবে তারা সকল প্রকার বিপদাপদ ও বালা মুছিবত হতে রক্ষা পাবে। বিশেষ বিশেষ আয়াতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ـ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ـ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ـ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ ـ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ـ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহীম। সালামুন আ'লা নূহিন ফিল আ'লামীন। সালামুন আ'লা ইবরাহীম। সালামুন আ'লা মূসা ওয়া হারুন। সালামুন আ'লা ইলইয়াসীন। সালামুন আলাইকুম ত্বিবতুম ফাদখুলুহা খালিদীন। সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজরি।

www.pathagar.com

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদসী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২২/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২২/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
২০.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৪/-
২১.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২২.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৩.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২২/-
২৪.	তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২২/-
২৫.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২২/-
২৬.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
২৭.	আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-
২৮.	সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তাআলার জবাব	১২/-
২৯.	মহিমান্বিত তিনটি রাত	২২/-
৩০.	যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান	২২/-
৩১.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩২.	কি শেখায় মহররম	২২/-
৩৩.	বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা	৩০/-
৩৪.	শপথের মর্যাদা	২৪/-
৩৫.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩৬.	পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২২/-
৩৭.	দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২২/-
৩৮.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
৩৯.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
(৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯,
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন,
বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

www.pathagar.com